কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 25 JUN 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ২ ...

মন্ত্রিসভায় প্রস্তাব যাচ্ছে

পঞ্চম শ্রেণি শেষে মূল্যায়ন পরীক্ষার মাধ্যমে বৃত্তি

শরীফুল আলম সুমন ▷

পঞ্চম শ্রেণি শেষে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা (পিইসি) তুলে দেওয়ার নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। সে কারণে বৃত্তি কিভাবে ঠিক হবে, তা নিয়ে চিন্তিত অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা। জানা গেছে, বৃত্তি দেওয়ার জন্য পঞ্চম শ্রেণিতে বার্ষিক পরীক্ষার বদলে মূল্যায়ন পরীক্ষা নেওয়ার একটি প্রস্তাব দিচ্ছে মন্ত্রণালয়। আগামী সোমবার মন্ত্রিসভা বৈঠকে প্রস্তাবটি দেওয়া হবে।

এ প্রস্তাব অনুযায়ী, অভিন্ন প্রশ্নে উপজেলা ও পৌরসভাওয়ারি মূল্যায়ন পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বৃত্তি দেওয়া হবে। আগের মতোই থাকবে বৃত্তির সংখ্যা।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ অনুযায়ীই অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা করা হয়েছে। শিক্ষানীতিতেই-বলা আছে, প্রাথমিক অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত হলেও পঞ্চম শ্রেণি শেষে বৃত্তি থাকবে।

জানতে চাইলে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিব মো. হুমায়ুন খালিদ কালের কণ্ঠকে বলেন, 'পঞ্চম শ্রেণি শেষে সমাপনী পরীক্ষা বাতিলে আগামী সোমবারের মন্ত্রিসভা বৈঠকে প্রস্তাব পাঠানো হবে। এ পরীক্ষা উঠে গেলে কিভাবে বৃত্তি দেওয়া হবে, তা নিয়েও একই সঙ্গে আমরা আরেকটি প্রস্তাব পাঠাচ্ছি। ক্যাবিনেট পিইসি পরীক্ষার ভালো-মন্দ বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেবে। তবে শিক্ষানীতিতেই থানা, উপজেলা বা পৌরসভায় অভিন্ন প্রশ্নে একটি মূল্যায়ন পরীক্ষার কথা বলা হয়েছে। সেই পরীক্ষার মাধ্যমেই আমরা বৃত্তি দিতে চাই।'

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিব বলেন, 'একটি বাচ্চার পঞ্চম শ্রেণি শেষে একটি মূল্যায়ন হওয়া উচিত। এ ছাড়া আমরা প্রতিবছরই শ্রেষ্ঠ শিক্ষক, শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয় নির্বাচন করতাম পিইসি পরীক্ষার মাধ্যমেই। এখন সেটা উঠে গেলে আমাদের মূল্যায়নের তো একটা ব্যবস্থা রাখতে হবে। সেটাই হবে উপজেলাওয়ারি অভিন্ন প্রশ্নে মূল্যায়ন পরীক্ষা। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীনেই এ পরীক্ষা হবে। তবে এটা কোনোভাবেই পাবলিক পরীক্ষা নয়।'

জানা যায়, গত বছর প্রাথমিকে বৃত্তিপ্রাপ্তদের সংখ্যা ছিল ৫৫ হাজার। চলতি বছর থেকে সেই সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৮২ হাজার ৫০০টি। মূল্যায়ন পরীক্ষার মাধ্যমেও বৃত্তির এ সংখ্যা ঠিক রাখা হবে। সে ক্ষেত্রে প্রতিটি ওয়ার্ড থেকে তিনজন ছাত্র ও তিন ছাত্রীকে সাধারণ ক্যাটাগরিতে বৃত্তি দেওয়া হবে। আর ট্যালেন্টপুলের বৃত্তি নির্ধারিত হবে উপজেলার পরীক্ষার্থীর সংখ্যার হিসাবে। এ ক্যাটাগরিতে বৃত্তির সংখ্যা ৩৩ হাজার। তবে যে ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি পাবে, তাকে আর সাধারণ বৃত্তির হিসাবে আনা হবে না।